সংবাদ

তারিখ 23 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষক মিলনমেলা

জেলা বার্তা পরিবেশক, দিনাজপুর

চিত্ত বিনোদন বা অন্য কোন উদ্দেশে মেলা নয়, দিনাজপুরের বীরগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে এক ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষক মিলনমেলা। সাধারণত কর্মময় জীবনে কাজের ফাঁকে একটু চিত্ত বিনোদন অথবা কোন কিছু বেচাকেনা করতে মানুষ মেলায় এলেও এই মেলায় শিক্ষকরা এসেছিল অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে এবং শিক্ষার গুণগত মান কীভাবে উন্নয়ন করা যায় সে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে। আর এই ব্যতিক্রমধর্মী মেলার আয়োজন করেছিল বীরগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ।

বীরগঞ্জ পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সম্প্রতি এই শিক্ষক মেলা বসেছিল সকাল ১০টায়। দিনভর এই মেলায় বীরগঞ্জের ৮৬টি সরকারি, ১২৪টি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৪টি কমিউনিটি বিদ্যালয়ের মোট ৮৫০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশ নেন। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সাইফুজ জামানের পরিকল্পনা অনুযায়ী মেলায় ৪টি ক্লাস্টারের জন্য ৪টি পৃথক প্যান্ডেল তৈরি করা হয়। এই প্যান্ডেলে ভাগ হয়ে শিক্ষকরা একে অপরের সঙ্গে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নসহ শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নে কি করা যায় তার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য তার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। এসব কর্মপরিকল্পনার মধ্যে ছিল- শিক্ষকদের মানোন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়ন, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কোন্নয়ন, বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন, বিদ্যালয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষকদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্র পরিধান, এলাকাবাসীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, একাডেমিক ভবন বর্ধিতকরণ, সীমানা প্রাচীর নির্ধারণ, দেয়ালে উপদেশমূলক বাক্য লিপিবদ্ধকরণ, বেলাধুলা, মিলাদ মাহফিল ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা, স্টাফ মিটিংয়ে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা, এসএমসির সদস্যদের সক্রিয়করণ, লাইব্রেরির বই শিশুদের মধ্যে উপস্থাপন, শ্রেণী কক্ষে বাক্সেট স্থাপন ইত্যাদি।

এরপর বেলা ২টায় অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা ও কৃতী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পিইডিপি-২ প্রকল্পের যুগ্ম প্রোগ্রাম পরিচালক চৌধুরী মুফাদ আহমদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় উপ-পরিচালক মো. আব্দুল হাই, বীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. হাসান মারুফ ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. একরামুল হক। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সাইফুজ জামানের সভাপতিত্ব সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কাশেম, শিক্ষক গোলাম মোস্তফা ও মোবারক আলী।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, শিক্ষার মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়। দেশে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন করতে হলে এই ভিত্তিকে মজবুত করতে হবে। তিনি বলেন, শিক্ষার মানোন্নয়নে দেশের ৪০ জন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার এলাকাকে এসএলআইপি প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতাকে মূল্যায়ন করেই এ ৪০টি উপজেলা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলাকে এ প্রোগ্রামের আওতায় আনা হয়েছে।

এদিকে মেলায় যোগ দিতে আসা গোলাপগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সাখাওয়াত হোসেন সোহেল জানান, আমরা শিক্ষকরা বিচ্ছিন্নভাবে থাকি, এই মেলায় এসে আমরা নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ পেয়েছি। শিক্ষার মানোন্নয়নে এই অভিজ্ঞতা ও কর্মপরিকল্পনা আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করবে। এ ব্যাপারে তিনি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সাইফুজ জামানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। দেবীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোজাম্মেল হক জানালেন, শুধু শিক্ষার পরিবেশ নয়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নসহ বিদ্যালয়ের সার্বিক মানোন্নয়নে এই মেলা থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক কাজে লাগবে এবং আমরা শিক্ষার মানোন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারব। মেলায় যোগ দিতে আসা প্রতিটি শিক্ষক-শিক্ষিকা একই অভিমত ব্যক্ত করে এই মেলা থেকে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে একটি নতুন দিগন্ত রচনার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, এই মেলা উপলক্ষে সকালে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি বিশাল র‍্যালি উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।